দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

10 2002

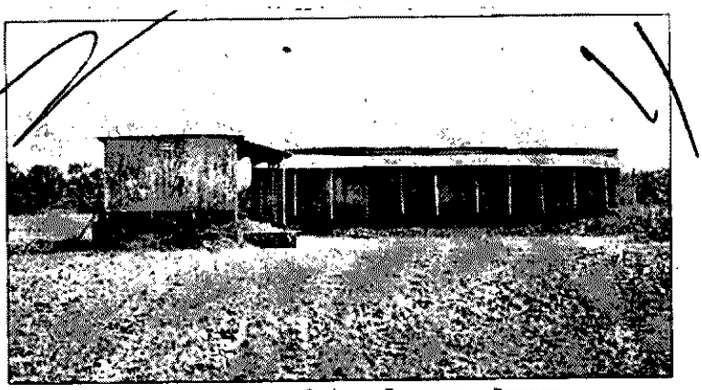

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল): মির্জাপুর মহিলা কলেজ– ইত্তেফাক

সমস্যা জর্জরিত মির্জাপুর মহিলা কলেজ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে সংবাদদাতা ॥ মির্জাপুর উপজেলার একমাত্র মহিলা কলেজটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। কলেজটি এমপিও ভুক্তকরণ হলে এলাকার শত শত ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। সেই সঙ্গে কলেজের সঙ্গে জড়িত ২৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী সুযোগ পাবেন বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক সংলগ্ন অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে বাওয়াড়কুমারী এলাকায় মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শাখাসহ ১২টি বিষয় বোর্ড কর্তৃক পড়ানোর অনুমোদন নিয়ে ঐ বছরই পাঠদান ও ভর্তি শুরু করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রথম বর্ষেই দুই শতাধিক ছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হারুন অর-রশিদ ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষা বর্ষে একটি প্রথম বিভাগসহ ৩০ ভাগ ছাত্রী পাস করে। ২০০০-২০০১ শিক্ষা বর্ষেও ৪০ ভাগ ছাত্রী এ মহিলা কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে। বর্তমানে কলেজটিতে তিন শতাধিক ছাত্রী পড়াশোনা করছে। কলে-

(১০ম পৃ: দ্র:)

সমস্যা জর্জরিত

(১২শ পৃ: পর)

জের অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশিদ এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা জানান, উপজেলার সাড়ে ৪ লাখ অধিবাসীর জন্য একমাত্র মহিলা কলেজ এটি। মির্জাপুরের দরিদ্র ও নিরীহ পরিবারের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় না। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২টি টিন শেড ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মনোরম পরিবেশে কলেজে ক্লাস হচ্ছে। বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, শ্রেণী কক্ষের অভাব, ভবন পাকাকরণ, প্রয়োজনীয় বেঞ্চ-চেয়ারের অভাবসহ নানাবিধ সমস্যায় কলেজটি জর্জরিত। গত পাঁচ বছর যাবৎ কলেজের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক ও কর্মচারীরা সরকারী অংশের বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কলেজটি এমপিওভুক্ত করার জন্য বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি।